যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে গবেষণা কার্যক্রম

শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গবেষণা কার্যক্রম। প্রশাসনিক অদক্ষতা, আর্থিক সংকট, যোগ্যতা আর সিনিয়র শিক্ষকের অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। বিগত ১৮ বছরে শাবিতে পিএইচডি করেছেন মাত্র ৩ জন আর এমফিল করেছেন একজন। ৪টি বিভাগে এমফিল কোর্স চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। একমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রি চালু রয়েছে। গবেষণা না থাকায় শাবি'র শিক্ষার্থীরা বিদেশে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেলেও তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, গবেষণার জন্য ১৯৯১ সালের পর ২ বার ৫০ লাখ টাকা করে ১ কোটি টাকা শাবিতে আসে ইউজিসি থেকে। প্রথমবারের টাকা শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ৫ হাজার ডলার দিয়ে শেষ করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে অ্যাম্রেলা প্রজেক্টের অধীনে ৫০ লাখ টাকা আসে, যা ২০০২ সালের মধ্যে খরচের সীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মাত্র ৩ লাখ টাকা খরচ হয়। বাকি টাকা ইউজিসি ফেরত নিতে চাইলে শাবি প্রশাসন দ্রুত গবেষণা কাজ চালু করার আগ্রহ দেখিয়ে সে টাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করে। এ সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকেও আরও টাকা প্রদান করা হয়, যা দিয়ে গবেষণার যন্ত্র ক্রয় করা হয়। এর পর ৬০ লাখ টাকা দিয়ে গবেষণা যন্ত্র ক্রয় করে শাবি প্রশাসন। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০০৩ সালে ৪টি বিভাগ এবং আগামী বছর আরও ২টি বিভাগে এমফিল খোলার কথা থাকলেও তা হয়নি। অর্থ ও হিসাব দফতর সূত্রে জানা গেছে, গবেষণার জন্য শাবিতে বর্তমানে কোন তহবিলই নেই। তবে এ বছর গবেষণার জন্য ৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে ওই সূত্রমতে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নিজ উদ্যোগে স্বল্প পরিসরে কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে রসায়ন বিভাগে কাগজে-কলমে এমফিল খোলা হয়েছে। শাবিতে বর্তমানে মাত্র ২৪ জন অধ্যাপক রয়েছেন যারা প্রত্যেকেই একাধিক দাফতরিক ও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে জড়িত। ফলে তারা গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারে না। পাশাপাশি আর্থিক সংকট ও প্রশাসনিক বাধাতো রয়েছেই। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. রেজাই করিম খন্দকার যুগান্তরকে জানান আবাসন, পরিবহন, শিক্ষক, ক্লাসরুমসহ নানামুখী সংকটে জর্জরিত শাবিতে যেখানে একাডেমিক কার্যক্রমই ব্যাহত হচ্ছে সেখানে গবেষণা কার্যক্রমের প্রশ্নই উঠে না। পাশাপাশি শিক্ষকরা দাফতরিক ও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকায় গবেষণা সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শাবিতে নিয়োগের নীতিমালা ভঙ্গ করা হচ্ছে। সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক কিংবা সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হওয়ার জন্য গবেষণার যেসব যোগ্যতা থাকা দরকার তা বিশ্ববিদ্যালয় মানছে না।

১৮ বছরে পিএইচডি করেছে ৩ এবং এমফিল একজন